যুগান্তর

তারিখ ... 17 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৬...

আফতাব উদ্দিন ছিদ্দিকী রাগিব

ক্যাম্পাস রাজনীতি মানে কি ভিসির পক্ষ-বিপক্ষের রাজনীতি?

ছাত্রলীগ বরাবরই কীর্তিমান। মাস্তানি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, বন্দুকবাজি, দখলবাজি— সবকিছুতেই তারা 'এ' প্লাস। শিক্ষক লাঞ্ছনায়ও সিদ্ধহস্ত। যার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবি) ভিসির পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলনরত সাত শিক্ষকের লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা। এ ঘটনায় সারা দেশে নিন্দা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আর জনপ্রিয় লেখক ও শাবির অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল তো এ ঘটনায় 'গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাওয়া উচিত' বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এমনিতেই ন্যায়সঙ্গত যে কোনো আন্দোলনে তিনি সোচ্চার— কখনও কণ্ঠে, কখনও লেখনীতে। তার ওপর লাঞ্ছিত শিক্ষকদের মধ্যে তার স্ত্রী ড. ইয়াসমিন হকও ছিলেন। তাই তার ক্ষোভটা একটু বেশি হওয়াই সঙ্গত। প্রশ্ন হল, ছাত্রলীগের এ শিক্ষক লাঞ্ছনা কি নতুন কিছু? ইতিহাস কী বলে দেখুন।

১৪ এপ্রিল, ২০১১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হল। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ ভোজে বরাদ্দকৃত খাবারের অতিরিক্ত খাবার দাবি করে না পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ শাখার তৎকালীন সহসভাপতি হলের প্রভোস্টসহ আবাসিক শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করে।

৭ আগস্ট, ২০১১। ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)। ছিনতাইয়ের অভিযোগে ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে পুলিশে সোপর্দ করার জের ধরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা রাতে প্রক্টরের বাসার সামনে ভাঙচুর করে। এর প্রতিবাদে পরদিন শিক্ষক সমিতি মৌন মিছিল বের করলে ছাত্রলীগের কর্মীরা কটূক্তি করে। শিক্ষকরা সেখান থেকে চার শিক্ষার্থীকে ধরে এনে পুলিশে সোপর্দ করেন। এ নিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা শিক্ষকদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। একপর্যায়ে শিক্ষকদের ধাওয়া, তাদের ওপর হামলা এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে পাঁচ শিক্ষকসহ ২০ জন আহত হন। এ সময় ব্যাপক ভাঙচুর ও দুটি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

২ জানুয়ারি, ২০১২। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) অমর একুশে হল। শিক্ষার্থীরা বার্ষিক ভোজে নিম্নমানের খাবারের প্রতিবাদ করলে আয়োজক কমিটির সদস্য ছাত্রলীগ নেতারা ক্ষিপ্ত হয়ে দলে-বলে চাপাতি-রামদা-রড-লাঠি-শিকল দিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর এলোপাতাড়ি হামলা চালায়। এতে কমপক্ষে ২০ জন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হন। একই সময়ে ভিসি মোহাম্মদ আলমগীরের বাসভবনে হামলা করে ছাত্রলীগ। এতে ভিসির স্ত্রী ও সন্তান আহত হন। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা ভিসির বাসভবন, গার্ডরুম এবং তার গাড়িও ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় কুয়েট বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

২৯ এপ্রিল-১ মে, ২০১২। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ভিসি প্রফেসর শরীফ এনামুল কবিরের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের ক্যাডাররা হামলা চালিয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক মিন্টু আলী বিশ্বাসসহ চারজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত এবং আহত করে।

১ সেপ্টেম্বর, ২০১২। বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। দুর্নীতির অভিযোগে ভিসি প্রফেসর এসএম নজরুল ইসলাম ও প্রো-ভিসিকে অপসারণের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগ কর্মীরা ভাঙচুর এবং শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়ে পরবর্তী সময়ে আবার শিক্ষকদের নামে মামলা করে।

১৯ নভেম্বর, ২০১২। কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি)। ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালনরত শিক্ষকদের ওপর হামলা করে ইবি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। হামলায় শিক্ষকদের কিল-লাথি-ঘুষি মারে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা। এতে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. ইয়াকুব আলীসহ প্রায় ৩০ জন শিক্ষক আহত হন। আহত শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়।

১০ জানুয়ারি, ২০১৩। রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ভিসি প্রফেসর ড. মু. আবদুল জলিল মিয়ার অপসারণের দাবিতে অনশন কর্মসূচি পালনরত শিক্ষকদের ওপর 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে এসিড নিক্ষেপ করে ছাত্রলীগ। অর্ধশতাধিক ককটেল ফাটিয়ে আতংক সৃষ্টি করে। দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত সন্ত্রাসীদের এ হামলায় এসিডদগ্ধ হয়ে আহত হন ১২ শিক্ষকসহ ২৫ জন। ঝলসে যায় দুই শিক্ষকের মুখ। তারা হলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক ড. মতিউর রহমান ও বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. তুহিন ওয়াদুদ। পরে তাদের গুরুতর আহত অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

৯ অক্টোবর, ২০১৩। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ভিসি ড. আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দফায় দফায় হামলা হয়।

১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। দুটি শিক্ষক বাসে ককটেল হামলা ও পাথর ছোড়ায় ১৪ জন শিক্ষক আহত হন। এর মধ্যে নয়জনকে ওই দিনই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। ছাত্রলীগ ও পুলিশ এ হামলার জন্য শিবিরকে দায়ী করেছে। আর শিবির দায়ী করেছে ছাত্রলীগকে। প্রকৃত সত্য আল্লাহ মালুম!

৩ মার্চ, ২০১৫। রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ভিসি অপসারণের দাবিতে আমরণ অনশনরত ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগ হামলা চালায় এবং দু'জন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে। পরে পুলিশের লাঠিচার্জে অন্য দু'জন শিক্ষকসহ কমপক্ষে ২৫ জন আহত হন। গুরুতর আহতদের মধ্যে তিনজনকে তাৎক্ষণিকভাবে রংপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়।

১৬ আগস্ট, ২০১৫। চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার ভুঁইয়ারা হাইস্কুল। ১৫ আগস্ট শোক দিবস উপলক্ষে চাঁদা দাবি করে না পেয়ে স্থানীয় যুবলীগ নেতারা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও আরেক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে। এর প্রতিবাদে পরদিন ছাত্র-শিক্ষকরা বিক্ষোভ মিছিল বের করলে তাতে ওই নেতারা বেপরোয়া হামলা চালিয়ে ৪০ জন ছাত্র-শিক্ষককে আহত করে। এর মধ্যে গুরুতর আহত ১৯ জনকে কচুয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কুশীলব ভিন্ন হলেও সিংহভাগ ক্ষেত্রে (বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে) চিত্রনাট্য কিন্তু এক— ভিসি পরিবর্তন। এক পক্ষ চায় বর্তমান ভিসি থাকুক। আরেক পক্ষ চায় নামুক। ব্যস টুকাটুকি। দুই পক্ষেরই প্রধান অস্ত্র দলবাজ ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী। কোনো পক্ষ আক্রান্ত হলেই বা কারও স্বার্থ এতটুকু হানি হলেই তারা এ অস্ত্রে আশ্রয় খোঁজে। দখলবাজ ছাত্র সংগঠনগুলোও মাথায় ছাতা খোঁজে। ক্যাম্পাসে নিজেদের সাম্রাজ্য কায়েমে শিক্ষকদের সমর্থন খোঁজে। তাই দলবাজ শিক্ষকদের তারা পূজে। তাদের এ পারস্পরিক নির্ভরতা ছাপিয়ে যায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ক্ষুদ্র সীমানা। তৈরি হয় স্বার্থের মোড়কে বাঁধা অন্যমাত্রিক সম্পর্ক। যেখানে ছাত্র মনে শ্রদ্ধা নেই, শিক্ষক মনে নেই সেই আদর্শিক আত্মমর্যাদাবোধ—

'শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার
দিল্লির পতি, সে তো কোন ছার।
ভয় করি না'ক, ধারি না'ক ধার, মনে আছে মোর বল
বাদশাহ শুধালে শাস্ত্রের কথা শুনাব অনর্গল।
যায় যাবে, প্রাণ তাহে
প্রাণের চেয়েও মান বড়, আমি বুঝাব শাহানশাহে।' ('শিক্ষকের মর্যাদা' কবিতা, কাজী কাদের নেওয়াজ)

আত্মস্বার্থসর্বস্ব, হিংসাশ্রয়ী, সহিংস ও দ্বিদলীয় রাজনীতির বিষবাষ্পে ছেয়ে গেছে দেশের ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটারের প্রতি ইঞ্চি আকাশ। তাতে রুগ্‌ণ প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী সমাজ বা সংগঠন। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে এ রুগ্‌ণতা যেন আরও ভয়াবহ। অনেকটা সংক্রামক ব্যাধির মতো। বিশেষত জাতির বিবেকরূপী শিক্ষক মহলে। নতুন সরকার গদিতে বসলেই যেমন বিরোধী দলের কণ্ঠে কিছুদিন পর গেল গেল রব ওঠে; বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভিসি এলে তারও কম সময়ে ওই রব ওঠে। ৩০ আগস্ট শাবিতে যা ঘটল, তা তো আরও মারাত্মক। শিক্ষকদের দুই গ্রুপই সরকার সমর্থক। অর্থাৎ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। আরও পরিহাস হচ্ছে, এ ঘটনায় ভিসি 'শিক্ষক হামলা'র বদলে 'ভিসির ওপর হামলা'র তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন!

শাবির ছাত্রলীগ শাখা 'এ ঘটনার সঙ্গে ছাত্রলীগের সম্পৃক্ততা নেই' বললেও এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট তিনজনকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ৩১ আগস্ট খোদ প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগ থেকে আগাছা নির্মূলের নির্দেশ দিয়েছেন। বেপরোয়া ছাত্রলীগের লাগাম টানতে এরকম তর্জন-গর্জন-হুশিয়ারি উচ্চারণ আগেও বহুবার হয়েছে। কিন্তু অবস্থা যেই লাউ, সেই কদু। আগাছাগুলো সময়ের আবর্তনে গাছ হয়ে গেছে। গাছ আর আগাছার পার্থক্য নিরূপণ করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। আর ক্যাম্পাসে দুর্বৃত্ত ছাত্র-রাজনীতি, শিক্ষক-রাজনীতি নিষিদ্ধ না করে সেটা করা কি সম্ভব?

আফতাব উদ্দিন ছিদ্দিকী রাগিব : *আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট*
aftabragib@yahoo.com